তারিখ ... 24 FEB 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

সংবাদ

ছাত্রলীগের সন্ত্রাসের বিহিত করুন

গত সোমবার চাঁদপুরের কচুয়া উপজেলা সহকারী কমিশনারের (ভূমি) কার্যালয়ে হামলা চালিয়েছে ছাত্রলীগের সশস্ত্র ক্যাডাররা। 'সংবাদ'-এ প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ছাত্রলীগের সশস্ত্র হামলায় সহকারী কমিশনারসহ ৫ জন আহত হয়েছে। ঘটনার দিন কচুয়া পৌরসভা বাজারে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান চালান এসি ল্যান্ড। সে অভিযানে উপজেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদকের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। এরপরই ওই ছাত্রলীগ নেতার নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র ক্যাডার হামলা চালায়।

ছাত্রলীগের হামলা-সন্ত্রাস দিন দিন বৃদ্ধিই পাচ্ছে। প্রায় প্রতিদিনই দেশের কোথাও না কোথাও ছাত্রলীগের ক্যাডাররা হামলা-সন্ত্রাসে লিপ্ত হচ্ছে। গত ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের ক্যাডাররা উপাচার্যের বাসভবনের সামনে এক কলেজছাত্রী ও তার অভিভাবকের ওপর হামলা চালায়। একই দিন সন্ধ্যায় রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে তিন ছাত্রীকে আটকে রেখে ছাত্রলীগের ক্যাডাররা শারীরিক নির্যাতন করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এদিকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে গত বৃহস্পতিবার এক তরুণীকে ছাত্রলীগের কয়েকজন ক্যাডার ধর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ। সে ঘটনা নিয়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ছাত্রলীগের দু'গ্রুপ বিবাদে জড়িয়ে পড়েছে।

টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, দখল, সন্ত্রাসের সঙ্গে ধর্ষণ ও নিপীড়নেও লিপ্ত হয়েছে ছাত্রলীগের ক্যাডাররা। সরকারের বারবার হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও তারা এসব থেকে বিরত থাকেনি। এই ছাত্র সংগঠনটি বাস্তবিকই লাগামহীন হয়ে পড়েছে। দলবল নিয়ে সশস্ত্র অবস্থায় তারা যখন সরকারের দায়িত্বরত কোন কর্তাব্যক্তির ওপর হামলা চালায় বা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের বাসভবনের সামনে কোন ছাত্রীকে নিপীড়ন করে তখন তাদের শক্তির উৎস নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। ছাত্রলীগের অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সরকারের আন্তরিকতা নিয়েও সংশয় দেখা দেয়। ছাত্রশিবিরের হত্যা আর রগকাটা রাজনীতির বিরুদ্ধে সরকার যে তৎপরতা দেখিয়েছে তা ছাত্রলীগের সন্ত্রাস দমনের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের সমর্থক ছাত্র সংগঠন বলেই সরকার ছাত্রলীগকে ছাড় দেয়ার নীতি গ্রহণ করেছে কি না সেটাই প্রশ্ন। সেটা হলে সন্ত্রাস দমনে সরকার দ্বৈতনীতি গ্রহণ করেছে বলে ধরে নিতে হবে। নিজ দলের সন্ত্রাসী হলে লঘু পাপী আর বিপক্ষ দলের সন্ত্রাসী হলে গুরু পাপী– এ ধরনের ভ্রান্তনীতি সমর্থনযোগ্য নয়। আমরা দেখতে চাই, অপরাধী যে দলেরই হোক তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। সরকার বিভিন্ন সময়ে বলেছে, সন্ত্রাসী যে দলেরই হোক তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। তবে কার্যক্ষেত্রে এর বিপরীতটাই ঘটছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ছাত্রলীগ যত টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, হামলা, সন্ত্রাস ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়েছে তার তুলনায় খুব কম সংখ্যক অভিযুক্তকেই গ্রেফতার করা হয়েছে। আর যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের সবার বিরুদ্ধে যথাযথভাবে মামলা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। স্থানীয় এমপি বা নেতাদের হস্তক্ষেপে অনেককেই থানা থেকে ছেড়েও দেয়া হয়েছে।

সরকারকে অবশ্যই ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী কাজের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। ক্যাম্পাসসহ সারাদেশে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় এর কোন বিকল্প নেই।